নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরলেও প্রবৃদ্ধির গতি এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ সাল থেকে ক্রমাগত হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2016- এ ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অক্টোবর, ২০১৫ সালের Outlook-এর পূর্বাভাস অপেক্ষা ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস করে ৩.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভারসাম্য আনয়ন; জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য পুনরায় হ্রাস; যুক্তরাষ্ট্রের সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতি এবং বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পুঁজি প্রবাহ হ্রাস মূলতঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করছে। এছাড়া, চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.০৫ শতাংশ। গত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.০৬ ও ৬.৫৫ শতাংশ। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান গড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। অবশ্য, ভিত্তিবছর পরিবর্তনের কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,২৩৬ মার্কিন ডলার, চলতি অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৮৪ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৩১৬ মার্কিন ডলার, যা চলতি অর্থবছরে ১৫০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৬৬ মার্কিন ডলার।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৭৭,৪০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.২৬ শতাংশ। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS)* ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ৯১,৩১১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.১০ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,০৪,২৩১ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৫৮.৭৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৫.২১ শতাংশ বেশি। সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২,৬৪,৫৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৫.৩০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ১,৭৩,৫৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০৪) এবং ৯১,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২৬ শতাংশ)। *iBAS*-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,০৫,৩৩৫ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ৮২,২৩৭ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৩,০৯৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যেই রয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭.৩৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৪১ শতাংশে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল, ২০১৬ মাসে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬১ শতাংশে, যা জুলাই ২০১৫-এ ছিল ৬.৩৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০১ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৬) ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৫.০ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৪.৮ শতাংশ ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.১১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়,

পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৬৪ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.১১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিলো ৩১,২০৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৩.৩৯ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭,৬৩৭.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.২২ শতাংশ বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫,১৯০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৬) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১,৩৩৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৪৭ শতাংশ বেশি। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৬৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,২৫৫.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৩৯ শতাংশ কম। এ সময়ে (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৬) জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫.৬২ লক্ষ জন, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১.২৫ শতাংশ বেশি।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৯৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সাথে মূলধন ও অর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক ভারসাম্য দাঁড়িয়েছে ৩,৫৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে।

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৭-২০১৯ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2017-2019) প্রণীত হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছর নাগাদ ৭.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপির ২৯.৪ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির ৩০.১০ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.৮ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩২.৭ শতাংশ হবে, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৪.৭ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৮.০ শতাংশ-এ উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষিখাত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৮৯.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আউশ ২৪.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ২৫.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান এর লক্ষ্যমাত্রা ১৯০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম এর ১৩.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৬,৪০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,৮১২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৮.১২ শতাংশ।

শিল্প

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা

পালন করছে। পাশাপাশি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৮১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে, এসময়ে ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.০৪ শতাংশ বেশি।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (অ-আর্থিক) নীট মুনাফা ছিল ৪,৩১৬.২৩ কোটি টাকা। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত এ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ১১,৭৮৬.৩৭ কোটি টাকা। এ সময়ে মুনাফা অর্জনকারী সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ৬,৩০৬.২৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯২,০০২.৫৩ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (Return on Asset-ROA) ১.৮২ শতাংশ, পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ৩.০৫ শতাংশ এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ সূচকসমূহের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১.০৬ শতাংশ, ২.০৯ শতাংশ এবং ৩.১৪ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৭৫ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (১০ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত) মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১২,৩৩৯ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ৪৫,৮৩৬.৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে মোট ২৪,৩৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে। পাশাপাশি, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত সিস্টেম লস ২০০১-০২ অর্থবছরের ২৭.৯৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫৫ ও ১২.৫১ শতাংশে।

অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৪ শতাংশ পূরণ করছে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। সাম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩.৪৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি, ২০১৬ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া, বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। শীঘ্রই এ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে দাড়াঁবে। দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণ উৎসাহিত করার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আর গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-

বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। সেতুটি ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়।

রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ হারে ব্যয় করছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত Human Development Report (HDR) অনুযায়ী ২০১৪ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৬.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচন

২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৫ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩৭,৫৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১২.৭২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৯ শতাংশ। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ১ নং উদ্দেশ্য নির্ধারিত সময়ের আগেই পূর্ণ করেছে। দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করছে । ২০১৫ -১৬ অর্থবছরে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩৫,৭৮৮.৪০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে এবং এ সময়ে ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের পরিমাণ ৩১,৩০৯.৪৯ কোটি টাকা। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-

বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৪২৯টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ৯,৯৩,৩৪৯ কোটি টাকা। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP, 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করেছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১৮.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। National Bio-safety Framework বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।